

য

ঃ

ব

দ

এপ্রিল - ২০১৭

BOOK POST PRINTED MATTER

প রি ষে বা

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

জলযুদ্ধ

২২/৮৬

কে একজন বলেছিলেন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ লাগবে জল নিয়ে। সে কথাই এখন সত্যি হতে চলেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্প্রতি বলেছে বিশ্বের ৬৭ কোটি মানুষের কাছে পানীয় জল পৌঁছয় না। আর বিকাশশীল দেশগুলিতে যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় তার বেশিরভাগটাই দূষিত। এসব দিকে খেয়াল না করে আমরা জলের অপচয় করে চলেছি। মাত্রাতিরিক্ত ভূজলও তুলে নেওয়া হচ্ছে, ফলে তার পরিমাণও কমছে। সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থা। এ বছরের জল দিবসে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষণা করেছে ২০৩০ সালের মতে সবার কাছে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। পৌঁছে দেওয়া তো হবে বলা হল, কিন্তু কী করে তা হবে সেটাই এখন দেখার।

ইঞ্জিনিয়ার চাষি

২২/৮৭

বেশি ফসলের উৎপাদন। অত্যন্ত খারাপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা। ফসল নষ্ট। চাষির লোকসান। এবারে আলু, লক্ষা, টমেটো মায় কমলালেবু উৎপাদন বেশি হওয়ায় ফসল মাঠে পচছে। এসব নিয়ে ভেবে নতুন মেশিন উদ্ভাবন করে ফেলেছে ইঞ্জিনিয়ার বৈভব তিড়কে। চাষির ছেলে। ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে, উৎপাদন বেশি হলেও সংরক্ষণের অভাবে কীভাবে ফসলের ক্ষতি হয়। এছাড়া মাঠ থেকে সংরক্ষণ কেন্দ্র অবধি ফসল নিয়ে যেতে যে কী সমস্যা তাও তার মাথায় ছিল। আর তাই তিনি বানিয়ে ফেললেন সোলার কন্ট্রোল ড্রায়ার। এই মেশিনের সাহায্যে সূর্যের আলো ব্যবহার করে ফসল শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এইভাবে শুকিয়ে রাখলে ফসলের খাদ্যগুণ বজায় থাকে। বৈভব এখন একটি কোম্পানি খুলে ফেলেছে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। আর তার মেশিন ভারত ছাড়া ফ্রান্স, নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামে ব্যবহার হচ্ছে।

স্বচ্ছ কম্পোস্ট

২২/৮৮

শহর জুড়ে বড় বড় বিজ্ঞাপন। অমিতাভ বচ্চন বলছেন আবর্জনা থেকে কম্পোস্ট বানান। দেশকে পরিচ্ছন্ন করুন। স্বচ্ছ ভারত মিশনের থেকে এই বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। না না ভুল বলা হল। শুনেছে মহারাষ্ট্র স্টেট রোড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। সে রাজ্যে হাইওয়ের ধারে রয়েছে শপিং এবং ফুড মল। এগুলি থেকে প্রতিদিন প্রচুর আবর্জনা ফেলা হত রাস্তার কাছে। আর তা থেকেই দুর্গন্ধ, অসুখ বিসুখ। এই আবর্জনা থেকেই জৈব সার তৈরি করছে মহারাষ্ট্র স্টেট রোড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। শুকনো এবং ভিজে দু ধরনের আবর্জনা থেকেই তারা সার তৈরি করছে।

পূর্বাভাস

২২/৮৯

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরো একসঙ্গে বিভিন্ন দেশের ১০৪টি উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমরা কি জানি এর মধ্যে ভারতের ৩টি উপগ্রহ ছিল? এই তিনটি উপগ্রহের মাধ্যমে যে তথ্য বিজ্ঞানীরা পাবেন তা

থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদির পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। এসব গবেষণার কাজেই এখন ব্যস্ত ইসরোর বিজ্ঞানীরা। দুর্যোগের ফলে বিপুল সম্পদের ক্ষতি, মানুষ, পশুপাখির প্রাণহানি হয়। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে পাওয়া খবরে আগামীতে ক্ষতির পরিমাণ কমানো যাবে বলে ইসরোর আশা।

ধান সমাধান

২২/৯০

বিশ্বে প্রায় তিনশো কোটির বেশি লোক দৈনিক ভাত খান। ভাত খাওয়া মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছেও। কিন্তু নিয়মিত খরা, বন্যা এবং জলবায়ু বদলের কারণে ধান উৎপাদন বাঁকির মুখে। এজন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইআরআরআই বা ইরি) ধানের উৎপাদন সুস্থায়ী করতে, নিজেদের মধ্যে এক সমঝোতা করেছে। এই সমঝোতা মূলত ছোটো এবং প্রান্তিক চাষি কেন্দ্রিক। এখানে মহিলাদের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ ছোটো এবং প্রান্তিক চাষি এবং তাদের বাড়ির মহিলা চাষিরাই বিশ্বের বেশিরভাগ ধান উৎপাদনে জড়িত। এই সমঝোতার মূল বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হল, স্থানীয় বীজের প্রসারের মাধ্যমে এগুলির চাষ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার। সংস্থা দুটির আশা, ধান উৎপাদক দেশগুলি একাজে তাদের সঙ্গে সহায়তা করবে।

কলেজে চাষ

২২/৯১

ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেসের পড়ুয়া এবং কর্মীরা জৈব সবজি চাষ করছে তাদের ক্যাম্পাসে। গাছপালার কাছাকাছি থাকার জন্য আর নিজেদের হাতে ফলানো, বিষমুক্ত শাক সবজি খাওয়ার জন্য হায়দ্রাবাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়ুয়াদের জৈব চাষের সুযোগ করে দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের বক্তব্য, সবুজের পাশাপাশি থাকলে মানসিক চাপ কমে। মন ভালো থাকে। আর নিজেদের ফলানো টাটকা জৈব ফসলের স্বাদই আলাদা।

গরিব কমেছে

২২/৯২

বিশ্ব জুড়ে দরিদ্রদের সংখ্যা কমেছে ১০ কোটিরও বেশি। ২০১২ সালে যেখানে দরিদ্র মানুষ ছিল ৮৮ কোটি ১০ লক্ষ, ২০১৩ সালে তা কমে হয়েছে ৭৬ কোটি ৭০ লক্ষ। বিশ্বব্যাঙ্ক তার ‘পার্ভার্টি অ্যান্ড শেয়ারড প্রসপ্যারিটি ২০১৬ : টেকিং অন ইনইকুয়ালিটি’ শীর্ষক প্রতিবেদনে একথা জানিয়েছে। এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সারা বিশ্বে কমেছে ১১০ কোটি। তবে দারিদ্রের এই মাপকাঠি আমাদের দেশের মতো নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেবে যাদের আয় দিনে ১২৭,০০ টাকার কম তারা দারিদ্রসীমার নিচে। আর আমাদের দেশে দারিদ্রসীমা হল, গ্রামে ২৭ টাকা আর শহরে ৩৩ টাকা। এটা ২০১৪ সালে যোজনা কমিশনের হিসেবে। তারপর সরকার বদল হয়েছে, কিন্তু দারিদ্রসীমার নতুন হিসেব হয়নি। তাহলে বুঝতে পারছেন, বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব ধরা হলে দেশের আরো কত লোক দারিদ্র সীমার নিচে চলে আসবে!

শক্তিমান !

২২/৯৩

সুখবর। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বলছে, মানুষ বিকল্প শক্তির ব্যবহারে মন দিয়েছে। এখন নাকি বিশ্বের মোট শক্তির চাহিদার প্রায় ৫০ ভাগ পূরণ হচ্ছে, নানারকম প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে। এর মধ্যে আবার সৌরশক্তি অন্যতম। ভারত, চীন, আমেরিকা, সৌদি আরবসহ বেশ কিছু দেশ সৌরশক্তি ব্যবহারে এগিয়ে আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বক্তব্য, এভাবে আমরা যদি চলতে পারি তবে উষ্ণায়ন প্রতিহত করা যাবে।

হাই জাম্প!

২২/৯৪

এখন বাড়ির ছাড়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৩০০ মেগাওয়াট। কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ৩ বছরে বাড়ির ছাদের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করে এই বিদ্যুতের উৎপাদন ৪০ হাজার মেগাওয়াট করতে চায়। কিন্তু কীভাবে এই উৎপাদন বাড়বে তার কোনো রূপরেখা কী, তা কেউ জানে না। ২০১২ সালে ইউপিএ সরকারও এরকম একটি প্রকল্প নেয়। কিন্তু ৫ বছরে তার অগ্রগতি কিছুই হয়নি। আর তাই ৩০০ থেকে ৪০ হাজার মেগাওয়াট তিন বছরে কীভাবে বাড়বে এখন সেটাই দেখার।

জলের গাড়ি

২২/৯৫

আমেরিকার বার্কলে এবং ক্যালটেকের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা আলো, জল আর কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে জ্বালানি তৈরির চেষ্টা করছিলেন। এই গবেষণায় তারা কিছুটা সফলও হয়েছেন। গাছ থেকে তাঁরা এই গবেষণার অনুপ্রেরণা পেয়েছে। কারণ গাছ এইভাবেই তাদের খাবার বা শক্তি তৈরি করে। তবে জল তো সরাসরি বিভাজিত হয় না। সেজন্য তাঁরা একটি অণুঘটক ব্যবহার করেছে। দেখা যাক, আলো জল আর গ্যাসে গাড়ি চলে কিনা।

গরম বেঙ্গালুরু

২২/৯৬

সারাবছরই মনোরম আবহাওয়া থাকে বেঙ্গালুরুতে। গরম বা ঠাণ্ডা সেখানে চরমভাবাপন্ন নয়। কিন্তু সেদিন মনে হয় গেছে। এখন সেখানকার তাপমাত্রা প্রায়ই ৩৬-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকছে। এই গরম পড়ার কারণ হল, এই শহরে আগে বেশ কিছু জলাশয় ছিল। ছিল প্রচুর গাছগাছালি। কিন্তু উন্নয়নের খাবার সেসব আজ ইতিহাস।

চড়াই নেই

২২/৯৭

চড়াই পাখির একা দোককা খেলার দিন শেষ হল। গাছের বদলে কংক্রিটের জঙ্গলে ওদের থাকার জায়গা ক্রমশ কমে আসছে। কমে আসছে খাবার জলের জায়গাও। খাবারও কমছে পোকামাকড়ের অভাবে। ফলে চড়াই কমছে অন্যদিকে পোকামাকড় মারা হচ্ছে কীটনাশক দিয়ে। বিষাক্ত এই পোকা খেয়ে মরছে চড়াই।

খনিজ দূষণ

২২/৯৮

ছোট দেশ এল সালভাদর। সেখানে দেখা দিয়েছে জল সংকট। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, জল সংকটের কারণ হল দূষণ। আর এই দূষণ হচ্ছে মাটির গভীরে খনন করে খনিজ পদার্থ তোলার জন্য। মধ্য আমেরিকার এই দেশের পরিবেশ মন্ত্রক তাই আইন করে সমস্ত খনিজ উত্তোলন বন্ধ করে দিয়েছে।

অ-সুখের ভারত

২২/৯৯

সুত্রত কুন্ডু

সুখের সূচক নিয়ে এবছরের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং তার সহযোগী ওইসিডি (দ্য অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট) - এর সহযোগিতায় একদল বিশেষজ্ঞ এই প্রতিবেদন তৈরি করে ফি বছর। গত বছরের প্রতিবেদনে ১৫৫টি দেশের মধ্যে আমরা ছিলাম ১১৮ নম্বরে। এ বছর আরো পিছিয়ে দাঁড়িয়েছি ১২২ নম্বরে। দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেশীরা সবাই আমাদের থেকে সুখী। পাকিস্তান ৮০, ভুটান ৯৭, নেপাল ৯৯, বাংলাদেশ ১১০, শ্রীলংকা ১২০ নম্বরে রয়েছে সুখী দেশের তালিকায়। এমনকী দুর্ভিক্ষ পীড়িত আফ্রিকার সোমালিয়া (৯৩) এবং ইথিওপিয়ার (১১৯) মত দেশও এগিয়ে রয়েছে ভারতের থেকে। স্বভাবতই এই এগোনো-পেছোনো নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছে।

সুখ কিন্তু অনুভূতির বিষয়, আর আপেক্ষিকও। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে তার তারতম্য ঘটে। এমনকী, একের সুখ অন্যের দুঃখের কারণও হতে পারে। যেমন পাকিস্তান কী করে আমাদের থেকে এগিয়ে গেল তা নিয়ে অনেকেই বেশ দুঃখিত!

আয়ের নিশ্চয়তা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, যে কোনো দরকার বা সমস্যা নিরসনে সহায়ক ব্যবস্থা, ঔদার্য, স্বাধীনতা এবং বিশ্বাস বা আস্থা সুখী দেশ নির্ধারণের সূচক। এগুলির মাধ্যমেই সুখী দেশের তালিকা তৈরি হয়েছে। এই সূচকগুলি, আমার মনে হয়, নিজের সাথেই প্রতিযোগিতার কথা বলে। সে জন্যই প্রতিনিয়ত আমরা এইগুলোর অবস্থা ভালো না খারাপ করছি- তর্ক তা নিয়েই হওয়া উচিত - অন্যের থেকে এগোনো-পেছোনো নিয়ে নয়।

আমাদের অভিজ্ঞতা কী বলে? সার্বিকভাবে আয়ের নিশ্চয়তা কি বেড়েছে? সরকারি তথ্যে দেশের ৫২ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত। বেসরকারি মতে আরো বেশি। দেশের অন্নদাতা চাষীদের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে। এটা কি আয়ের নিশ্চয়তার সূচক? স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের একটি প্রধান শর্ত হল তৎপর চিকিৎসা ব্যবস্থা। প্রতিদিন সরকারি চিকিৎসা সংকুচিত হচ্ছে। এই জরুরি ব্যবস্থার দখল নিচ্ছে ছোট থেকে বড় ব্যবসায়ীরা। চিকিৎসায় এখন ‘ফেলো কড়ি মাখো তেল’। এতে জীবনযাপন স্বাস্থ্যকর হচ্ছে? চিকিৎসা তো হল, অন্য যে কোনো সরকারি সহায়ক ব্যবস্থা দেখুন, ধরা যাক সরকারি প্রকল্প, পরিষেবা এবং সুবিধা - কী দেখছি? যাদের এসব পাওয়ার কথা তারা পাচ্ছে কি? প্রাক্তন এক প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সরকারি প্রকল্প, পরিষেবা, সুবিধার জন্য ১০০ টাকা বরাদ্দ হলে তার মধ্যে মাত্র ১৪ টাকা গিয়ে পৌঁছয় যাদের দরকার তাদের কাছে? এই অবস্থা কি আগের থেকে ভালো হল? নাকি এগুলি ক্ষমতাসীনদের দলভারী করার হত্যার হয়েই রয়ে গেল?

ঔদার্য, বিশ্বাস বা আস্থা এগুলি একেকটা মানবিক গুণ। এই গুণগুলি কি আগের তুলনায় ভালো হয়েছে, গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত হল পরমত সহিষ্ণুতা। আমরা কি ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছি? তুমি আমার মিত্র নও তাই তুমি আমার শত্রু - এটা কি একের অন্যের প্রতি ঔদার্য, বিশ্বাস বা আস্থার প্রকাশ? ভলতেয়ার বলেছিলেন, ‘আমি তোমার কথায় দ্বিমত পোষণ করতে পারি; কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকার রক্ষার জন্য আমি জীবনও দিতে পারি’। মহাজীবনের এই কথাটি কি ঔদার্য, বিশ্বাস বা আস্থার প্রকাশ? ভলতেয়ারের এই কথায় স্বাধীনতার কথাও কি লুকিয়ে নেই? স্বাধীনতার মধ্যে অন্যতম হল বাক স্বাধীনতা, মনের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা সংবিধান স্বীকৃত। যদিও কিছু বিধিনিষেধ এতে রয়েছে। কিন্তু বিতর্কিত কিছু বললেই কি রে রে করে নেমে

পড়ছে ক্ষমতামালা? যুক্তি তর্ক বাদ দিয়ে, ক্ষমতা দেখিয়ে এক ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে ব্যক্তি মানুষ এবং গোষ্ঠীর মধ্যে? এসব ক্ষেত্রে কোনটা ঠিক বা ভুল আমরা অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করছি? কি মনে হয়? অন্যের স্বাধীনতার প্রতি অসহিষ্ণু হলে নিজেদের স্বাধীনতাও কি বিপন্ন হয় না?

সুখী সমাজ এবং দেশ গড়তে, আমার মনে হয় এসব নিয়েই বিতর্ক হওয়া উচিত। আর এই বিতর্ক থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছে নিজেদের দুর্বলতাপুলি শোধন করা দরকার। সুখী হতে গেলে, প্রতিবেশীদের সাফল্যে প্রশ্ন তুলে নিজেদের মহান করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

মতামত নিজস্ব

ডি আর সি এস সি'র নতুন প্রকাশনা

পুষ্টিখাবার

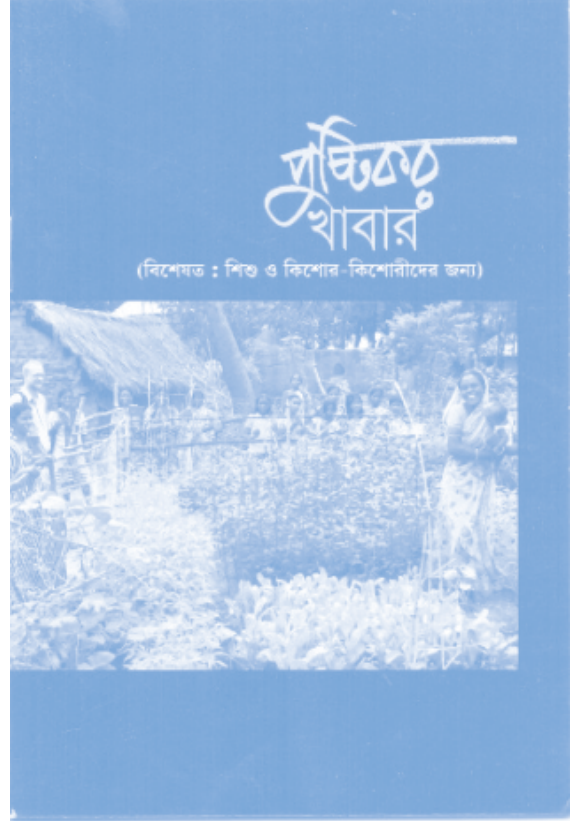
(বিশেষত : শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য)

ভারতের অনেক শিশুই এখনও যথেষ্ট খেতে পায় না। অনেকে যদিও পেট ভরে খায়, তাদের আহাৰ সন্তুলিত না হওয়ায়, তাদের ওজন ধীরগতিতে বাড়ে, হাতে পায়ে জোর থাকে না, চুলের রং কালো হয় না, বয়স অনুপাতে শরীরের ওজন প্রায়ই কম হয়, অথবা তারা সর্দি-কাশি, চর্মরোগ আদিত প্রায়ই ভোগে।

আমাদের ঘরের আশেপাশে বাছাই করা শাক সবজি তৈরি করে, পুষ্টিখাবার আগাছা, ফুলকপি, ও টেকিছাঁটা ও ছোট দানার শস্য আদি খাবার খাইয়েই আমরা ছেলেমেয়েদের সুঠাম ও নিরোগ শরীর তৈরি করতে পারি। কম খরচে তৈরি জলখাবার, প্রধান খাবার, সাথী খাবার ও চাটনি, তরল খাবার ইত্যাদি আমাদের শরীরের দৈনিক প্রয়োজনের অনেকটাই মেটাতে পারে। এই পুস্তিকায় এরকম পুষ্টিখাবার গাছ-গাছালি ও খাবারের কথাই বলা হয়েছে।

আশাকরি এই তথ্যগুলি আপনাদের ভালো লাগবে ও কাজে লাগবে।

মূল্য : ৩০টাকা



২৪৪২ ৭৩১১ || ২৪৪১ ১৬৪৬ || ২৪৭৩ ৪৩৬৪